দৈনিক ইনকিলাব

৫/১১/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ভিসি ঢাকায় ❑ গুরুত্বপূর্ণ ৫টি পদ শূন্য
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবকহীন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ৫টি পদ শূন্য এবং শিক্ষকদের চাপের মুখে ছুটি নিয়ে ভিসির ঢাকায় অবস্থানের প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূলত অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমে চরম স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ভিসিকে অপসারণের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার জন্য গ্রীন ফোরাম ও জিয়া পরিষদের শিক্ষকদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট স্থবিরতা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর মাহতাব উদ্দিন সরকারের মেয়াদ শেষ হবার কারণে উক্ত পদটি শূন্য হয়ে যায়। এরপর রাজনৈতিক বিভিন্ন জটিলতায় উক্ত পদে আর নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রক্টর ডঃ রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ'র মেয়াদ শেষ হয়ে যায় গত ২৪ আগস্ট। তার মেয়াদ হলেও নতুন প্রক্টর নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন চাপের মুখে ব্যক্তিগত সমস্যা দেখিয়ে গত ২১ অক্টোবর তিনি হঠাৎ পদত্যাগ করলে উক্ত পদটিও শূন্য হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টার পদটিও অনেকদিন আগে শূন্য হয়ে যায়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বিভাগ ও প্রেস বিভাগের কর্মকর্তার পদ দুটি গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ বিভিন্ন কারণে শূন্য রয়েছে। এসব পদগুলো শূন্য থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এদিকে সম্প্রতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আওয়ামী চ্যানেলে নিয়োগ প্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর লুৎফর রহমানকে বিভিন্ন দলীয়করণের অভিযোগে জিয়া পরিষদ ও জামায়াত সমর্থিত গ্রীন ফোরামের শিক্ষকবৃন্দ ভিসিকে চলে যাবার জন্য মৌখিক ইঙ্গিত এবং সরকারের নিকট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দাবী জানান। এ কারণে ভিসি তার পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপের জন্য ছুটি নিয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। এদিকে গ্রীন ফোরাম ও জিয়া পরিষদের শিক্ষকদের আল্টিমেটামের সময় অতিবাহিত হলেও ভিসিকে পরিবর্তন না করায় শিক্ষকবৃন্দ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং ভিসিকে কোন প্রকার সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া অবিলম্বে ভিসিকে পরিবর্তন না করা হলে বৃহত্তর কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে বলে শিক্ষকবৃন্দ সরকারকে হুমকি প্রদর্শন করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়েছে।